দৈনিক
ইত্তেফাক

7 JAN 18

প্রাথমিক শিক্ষার দৈন্যদশা দূর হবে কবে

আহমেদ নূর

আমার বড় ছেলেটির বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে। তাকে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি করানো প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে অবস্থা, তা দেখে সেখানে ছেলেকে ভর্তি করাতে মন চাইছে না। কারণ আমরা ছোটকালে যখন বিদ্যালয়টিতে পড়েছি তখন পর্যাপ্ত শিক্ষক ছিলেন, শিক্ষার্থীও ছিল অনেক। পড়ালেখার একটা সুন্দর পরিবেশ ছিল। কিন্তু এখন সেসবের তেমন কিছুই নেই। প্রধানশিক্ষক নেই দীর্ঘদিন ধরে, সহকারী শিক্ষকের সবগুলো পদও পূর্ণ নয়। যেসব শিক্ষক আছেন তাঁরা সময়মতো বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন না, প্রায়ই বিদ্যালয় নির্ধারিত সময়ের আগেই ছুটি দিয়ে দেন। এসব কারণে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থী একেবারে কম। এলাকার মানুষ বিদ্যালয়টির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন।

আমাদের এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়টির শুধু এ দুরবস্থা, তা নয়। দেশের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন এরকম নানা সংকটে ভুগছে। লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার বশিকপুর ইউনিয়নে মোট ১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের অনেকগুলোতে বেশ কয়েক বছর ধরে প্রধানশিক্ষক নেই। অনেক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের অনেকগুলো পদ শূন্য। কোনো কোনো বিদ্যালয় মাত্র দু'জন শিক্ষক দিয়েও চলে! কয়েকটিতে ৮টি পদের মধ্যে ৪টিই শূন্য! এসব কারণে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দিকে মানুষ ক্রমশ ধাবিত হচ্ছে।

বিগত পাঁচ-ছয় বছর ধরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী এবং প্রধানশিক্ষক কেনোটারই নিয়োগ নেই (অবশ্য দু'একবার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে, তবে তা একেবারে সীমিত সংখ্যক, শুধু মুক্তিযোদ্ধা কোটায়)। অন্যদিকে চাকরির মেয়াদ শেষে অনেক শিক্ষক অবসরে চলে যাচ্ছেন। এজন্য সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মারাত্মক শিক্ষক সংকটে ভুগছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কি এ ব্যাপারে কিছুই করণীয় নেই? এভাবে আর কতদিন প্রাথমিক শিক্ষা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে?

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা এখন আর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ নেই। শহর থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এখন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে কেজি স্কুলসহ অসংখ্য বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'বেসরকারি' না বলে এগুলোকে 'ব্যবসায়িক' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলাই শ্রেয়। কারণ এগুলো সমাজে শিক্ষার প্রসারের জন্য গড়ে ওঠেনি। এটা সবাই জানে। এর একটা বড় প্রমাণ হলো, যেসব এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, সেসব এলাকায়ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একেবারে নাকের ডগায় এরকম অনেক কেজি স্কুল প্রাথমিক শিক্ষার দোকান খুলে বসেছে! এসব প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে যে কেউ নিজ থেকেই শিক্ষক বনে যেতে পারে, শিক্ষক নিবন্ধন বা সরকারিভাবে কোনো নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য যে শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন তা ছাড়াই! শুধু তা-ই নয়, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এসব কেজি স্কুল-প্রধানরা নিজেদেরকে অধ্যক্ষ বলেই পরিচয় দিয়ে থাকেন!

প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করা হয়েছে। অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকার আইনেও পরিণত করেছে। দেশের সব শিশুর বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া একটা সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু কেজি স্কুল এবং প্রাথমিক স্তরের বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রাথমিক শিক্ষাকে চড়া মূল্যে বিক্রি করছে। তাহলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক রইল কই!

লক্ষ্মীপুর